ভোরের কাগজ

JAN 19 2002

তারিখ ......
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৬ ...

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নাম নিয়ে জটিলতার শুরু '৮৬ সালে

জাহাঙ্গীর আলম লিটন : জোট সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রাখার পরিকল্পনার নেপথ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও
কিভাবে এর নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা সরকার আমলে এনেছে তা নিয়ে রয়েছে
চমকপ্রদ তথ্য।

পাকিস্তান আমলে ১৯৬১ সালে ময়মনসিংহে যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত
হলো, এর নাম রাখা হয় ইস্ট পাকিস্তান এগরিকালচার ইউনিভার্সিটি। বাংলাদেশ স্বাধীন
হওয়ার পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির জারি করা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে উল্লেখ করা হয়,
যে সব প্রতিষ্ঠানের নামের পূর্বে ইস্ট পাকিস্তান রয়েছে-তার স্থলে হবে বাংলাদেশ,
গভর্নরের স্থলে হবে প্রেসিডেন্ট এবং প্রভিন্সিয়ালের স্থলে হবে বাংলাদেশ সরকার। আর
এই অধ্যাদেশ বলে এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় ইস্ট পাকিস্তান এগরিকালচার
ইউনিভার্সিটির পরিবর্তে বাংলাদেশ এগরিকালচার ইউনিভার্সিটি। এরপর থেকে অদ্যাবধি
কাগজে-কলমে এই প্রতিষ্ঠানের নাম দেশে-বিদেশের সর্বত্র বাংলাদেশ এগরিকালচার
ইউনির্ভাসিটি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এমনকি বর্তমান সরকার কর্তৃক সম্প্রতি
ভিসি নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
শব্দটি উল্লেখ ছিল।

প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নিয়ে জটিলতা শুরু হয় ১৯৮৬ সালে গ্রাজুয়েট
ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন সংক্রান্ত প্রকাশিত
গেজেট নিয়ে। সে সময় প্রকাশিত গেজেটে এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইচ্ছায় বা
অনিচ্ছায় হোক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলে কৃষি

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যা...

● প্রথম পাতার পর

করা হয়। কাগজে-কলমে এর নামের কোনো হেরফের না ঘটায় গেজেট পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রকাশ
সংশোধন নিয়ে তখন কেউ এতে আগ্রহ দেখায়নি। এরপর ১৯৯৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রো-ভিসি পদ সৃষ্টি করা সংক্রান্ত যে আইন সংসদে পাস করা হয় সে সময় প্রকাশিত
গেজেটেও, এই প্রতিষ্ঠানের নামের পাশে বাংলাদেশ শব্দটি ছিল না। শুধু সেই কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয় নাম উল্লেখ করা হয়। পরে প্রোভিসি নিয়োগ সংক্রান্ত গেজেট
বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছলে টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। ফলে নাম বিভ্রাট থেকে পরিত্রাণ পেতে
বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি প্রয়াত প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হোসেন বিগত '৯৯
সালের ৫ মে এই সংক্রান্ত একটি পত্র পাঠান শিক্ষা সচিব বরাবরে। এরপরও এই
-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সুরাহা না হওয়ায় ২০০১ সালের ১৮ মে সাবেক ভিসি প্রফেসর
আনোয়ারুল ইসলাম অনুরূপ একটি পত্র পাঠান শিক্ষামন্ত্রী ও আইনমন্ত্রী বরাবরে।
আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায়লগ্নে শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয় নাম সংশোধনের বিষয়ে
ইতিবাচক সাড়া দিয়ে মন্ত্রিপরিষদে সামারি নোট প্রেরণ করে। কিন্তু সময় স্বল্পতার
কারণে আওয়ামী লীগ সরকার এই নাম সংশোধনবিষয়ক গেজেট প্রকাশ আর করতে
পারেনি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন নিয়ে স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে কোনো প্রস্তাব
কিংবা কোনো প্রকার দাবি-আন্দোলনের কর্মসূচি না থাকার পরও বর্তমান জোট সরকার
অনেকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
সংশোধেনের পরিবর্তে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়। জনশ্রুতি রয়েছে, সরকার গাজীপুরে
অবস্থিত বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে
রেখেছে। আর এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
পরিবর্তন করে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রাখার জন্য পরিকল্পনা আঁটা হচ্ছিল।
তাদের ধারণা ছিল, এই পরিকল্পনা সফল হলে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম
পরিবর্তন করে ঐ প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে তেমন
কোনো চাপের মুখে পড়তে হবে না সরকারকে। আর এ কারণেই গত ১৪ জানুয়ারি
মন্ত্রিপরিষদের সভায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে ময়মনসিংহ
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে।

সূত্র জানায়, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর আস্থাভাজন হওয়ার জন্য সরকারের
নীতিনির্ধারকদের এই বলে বুঝাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে, বাংলাদেশ কৃষি
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হলে এতে ময়মনসিংহবাসী খুশি
হবে। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটা ঘটায় শেষ পর্যন্ত তীব্র আন্দোলনের মুখে ভেস্তে গেছে
সরকারের সেই কৌশল।